যুগান্তর

তারিখ 10.SEP. 2015
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

সম্পাদকীয়

সমস্যাবহুল প্রাথমিক শিক্ষা

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়ন করুন

স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে এমন শিশুদের ভর্তি নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়ে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নের তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে জাতির ভিত্তিস্তর। ১৯৯৩ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে বিনামূল্যে বই বিতরণ, শিক্ষা উপবৃত্তি, অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা, খাদ্য ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকারের এসব পদক্ষেপ সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন এলাকায় অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ সংকট, ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবনসহ নানা প্রতিকূলতার মুখে অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করার পর অবকাঠামোগত সমস্যা এবং অন্যান্য সংকট ও অব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষার্থীরা যদি ঝরে পড়ে, তবে তা দুঃখজনক। প্রধানমন্ত্রীর তাগিদ আমলে নিয়ে এসব সমস্যার সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিশুদের স্কুলমুখী করতে অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়ে আরও কিছু মূল্যবান কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। এগুলো হল, শিশুমনের উপযোগী পাঠ্যসূচি তৈরি এবং অতিরিক্ত বইয়ের বোঝা থেকে শিশুদের মুক্ত রেখে খেলাধুলাসহ অন্যান্য উপায়ে পাঠদানের উদ্যোগ গ্রহণ। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে যে ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলে তাতে এক ধরনের আরোপিত পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের কাজটি করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মনে ভীতির সঞ্চার ও পড়ালেখার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবে ঘটছেও তাই।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিনিয়ত নানা সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করার কথা বলেছেন। পাশাপাশি উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ৯৬টি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলার ২৯ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য বিতরণ করার কথা বলে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি স্কুলে 'মিড-ডে মিল' চালু এবং দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এক হাজার কোটি টাকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করার কথা বলেছেন, যা প্রশংসনীয়। আমরা এর বাস্তবায়ন দেখতে চাই। মূলত দারিদ্র্য দূর করা না গেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের প্রত্যাশা সুদূরপরাহত থেকে যাবে। দেশের শিক্ষা খাত নিয়ে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদনে শিক্ষার সঙ্গে দেশের শ্রমশক্তির সম্পর্ক ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির সাড়ে ৮৮ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। মূলত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরাই এ শ্রমশক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে গ্রামের প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৪৫ শতাংশ শ্রমিকের কোনো ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। বিশ্বব্যাংকের অভিমত হচ্ছে, দারিদ্র্যের কারণেই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী স্কুলের বাইরে থেকে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ে না যাওয়া ও ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে আর্থিক অনটন যেমন দায়ী, তেমনি বাল্যবিয়ে, কুসংস্কারসহ নানা ধরনের সমস্যাও রয়েছে। আইনগত বিধিনিষেধ থাকার পরও দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কমছে না। শিশুরা স্কুলে না গিয়ে জীবিকার তাগিদে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে এর সমাধান না খুঁজলে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুরা একদিন দেশের জন্য বোঝা হয়ে উঠতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের আলোকে এসব সমস্যার সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে— এটাই প্রত্যাশা।